কালের কণ্ঠ

তারিখ ০6 APR 2015
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

ছাত্রলীগ সভাপতির অদ্ভুত 'আদালত'

পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ

পটুয়াখালী প্রতিনিধি ▷

পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জে গৃহবধূর বিরুদ্ধে ফোনে প্রেমালাপের অভিযোগ এনে সালিস ডেকে কথিত প্রেমিককে জরিমানা করা হয়েছে। দেনমোহরের টাকা পরিশোধ না করে তালাক দেওয়া হয়েছে স্ত্রীকে। জরিমানার টাকা থেকে স্বামীকে অন্যত্র বিয়ে বাবদ দেওয়া হয়েছে একটি অংশ, জামাইয়ের কাছে শ্বশুরের পাওনা বাবদ একটি অংশ আর বাকি টাকা নিয়েছে সালিসের মাতব্বররা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার কাকড়াবুনিয়া ইউনিয়নের গাজীপুরা গ্রামের ইউনুস হাওলাদারের ছেলে মুন্না হাওলাদার দুই লাখ টাকা দেনমোহরে দুই বছর আগে বিয়ে করেন। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মির্জাগঞ্জ উপজেলার করমজাবুনিয়া গ্রামের হায়দার আলীর ছেলে ফরিদের ফোনে প্রেমালাপের অভিযোগে গত শুক্রবার বিকেলে মির্জাগঞ্জের গাজীপুরা দাখিল মাদ্রাসায় সালিস বৈঠক বসে। পটুয়াখালী জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি মো. নাসির উদ্দিন হাওলাদারের নেতৃত্বে বসা ওই সালিসে উপস্থিত ছিলেন কাকড়াবুনিয়া ইউপি চেয়ারম্যান মো. মোজাম্মেল হক, স্থানীয় জাহাঙ্গীর মাস্টার, মিজান মাস্টার, কালাম মাস্টার, কলাপাছিয়ার হায়দার আলী, সাবেক ইউপি সদস্য মো. ফোরকান প্রমুখ। ছাত্রলীগ নেতা নাসির ও মুন্না পরস্পর মামা-ভাগ্নে।

এ সময় স্ত্রীকে তালাকের সিদ্ধান্তের পাশাপাশি কথিত প্রেমিক ফরিদকে এক লাখ ২২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। ওই টাকা থেকে ৫০ হাজার দেওয়া হয় মুন্না হাওলাদারকে অন্যত্র বিয়ের খরচের জন্য। মেয়ে জামাইয়ের কাছে তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর বাবার পাওনা ৫০ হাজার টাকার মধ্যে ৩৫ হাজার টাকা ওই জরিমানা থেকে পরিশোধ করা হয়। বাকি টাকা নিয়ে যায় সালিসের মাতব্বররা।

এ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে কাকড়াবুনিয়া ইউপি চেয়ারম্যান মো. মোজাম্মেল হক বলেন, 'আমি ঢাকায় ছিলাম। জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি নাসির আমাকে ঢাকা থেকে অনুরোধ করে এনে সালিসে বসিয়েছে। দুই পক্ষের সম্মতিতেই তালাক হয়েছে। বিস্তারিত ঘটনা তো সবাই জানে।'

জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি মো. নাসির উদ্দিন হাওলাদার বলেন, 'সালিস বৈঠকে যত টাকা জরিমানা করা হয়েছে, তা ওই মেয়েকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুন্না আমার আত্মীয় সত্যি, তবে ওই সালিস নিয়ে আমার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। আমি বিএনপির আলতাফ চৌধুরীর বিরুদ্ধে কয়েক দিন আগেও মির্জাগঞ্জে জনসভা করেছি। এ কারণে তিনি আমাকে হেয় করার জন্য ষড়যন্ত্র করছেন।'

ওই গৃহবধূর বাবা বলেন, 'সালিস বৈঠকের বিষয়ে আগে আমাকে কিছু জানানো হয়নি। খবর দিয়ে নিয়ে বলেছে, 'আপনার মেয়ে অপরাধী। এখন তার বিচার হবে সবার উপস্থিতিতে। আপনি বাবা হিসেবে সালিসে থাকবেন।' আমার মেয়ের ওপর একতরফা অভিযোগ দিয়ে তারা অন্যায় সিদ্ধান্ত দিয়েছে। জোর করে তালাকনামায় স্বাক্ষর রেখেছে। মুন্না আমার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা ধার নিয়েছিল। জরিমানা থেকে ৩৫ হাজার টাকা দিয়ে বলেছে, আর দেওয়া যাবে না। সালিস বসিয়ে আমাদের ওপর জুলুম করেছে নাসির হাওলাদার ও চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হকের লোকজন।'